৭২

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

নিরক্ষরতা দূর করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বৃহস্পতিবার একুশের পদক ১৯৬ বিতরণ অনুষ্ঠানের ভাষণে এখনকার সবচেয়ে বড় জরুরী কাজটি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই কাজ নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন। তিনি প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সারা জীবনের কর্মে ও সাধনায়, ত্যাগে ও তিতিক্ষায়— সম্পদে ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির জনকের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশোন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শিক্ষা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সেই জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধ। এর মূল কারণ, শিক্ষা একদিকে যেমন অজ্ঞতার অন্ধকার, কুসংস্কারের পিছুটান, কূপমন্ডুকতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি দূর করে, অন্যদিকে তেমনি মনের সচেতনতা ও শক্তি-সাহস বাড়ায়, কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করে, মেধা, প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটায় এবং শেখায় নতুন নতুন প্রযুক্তি। শিক্ষা সামাজিক বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, সম্মুখে চলার এবং নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা যোগায়। বর্তমান বিশ্বের বিস্ময়কর উন্নতিই তার প্রমাণ। শিক্ষিত জনশক্তি উন্নতির ও অগ্রগতির হাতিয়ার। শিক্ষা-দীক্ষায়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর আমাদের দেশে এই হাতিয়ার কম বলেই দেশের উন্নতির গতি সর্বক্ষেত্রেই মন্থর। পরিণতিতে, বিশ্বের দরিদ্রতম ও সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে। দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে বাংলাদেশকে শিক্ষিত জনশক্তির সংখ্যা ও হার অবশ্যই বাড়াতে হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর সোনার বাংলা গড়ার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন এবং তার স্বপ্ন রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী নিয়েছিলেন। কিন্তু সোনার বাংলা গড়ার এবং এদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের মুখে হাসি ফোটাবার সুযোগ তাকে দেয়া হল না। সপরিবারে তাকে হত্যা করা হল বর্বর ও নির্মমভাবে। এরপর একুশটি বছর কেটে গেছে। বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতি ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বর্জিত হওয়ায় দেশের বাঞ্ছিত উন্নতি অর্জিত হয়নি, জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশও মুক্ত হতে পারেনি দারিদ্র্য থেকে। এর ফলেই আমাদের জাতি আজও ক্ষুধা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, আশ্রয়হীনতা, জনস্ফীতি ইত্যাদি শত সমস্যায় জর্জরিত। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একুশ বছর পরে ক্ষমতায় ফিরে আসায় জনসাধারণের মধ্যে নতুন আশাবাদ জেগেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা ও শিক্ষার বিস্তার ছাড়াও, দেশের দ্রুত উন্নতি অর্জনের স্বার্থে যা যা প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। গঙ্গা নদীর পানি বিরোধ মিটিয়ে এবং উপআঞ্চলিক জোট গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে দ্রুত উন্নতির অনুকূল পরিবেশ তিনি নিশ্চিত করেছেন। বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, দেশ আজ অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে অগ্রসর হচ্ছে।

শিক্ষা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পূর্বশর্ত। এ সত্য উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরক্ষরতা মোচনে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। একুশের পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেন, আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। দেশের মানুষদের প্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই। গোঁড়ামি, পশ্চাৎপদতা, আত্মবিস্মৃতি ও কূপমন্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের হতে হবে সচেতন ও কর্মপ্রেমী মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর এ কথায় দেশ ও দেশবাসীর কাঙ্ক্ষিত উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক কর্তব্যগুলি নির্দেশিত হয়েছে।

নিরক্ষরতা মোচনে সরকার গত বাজেটে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অর্থবহ অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি, আমাদের শিক্ষা হতে হবে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনোপযোগী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি শিক্ষিত জনগণকেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপকভাবে শরিক করা হলে দেশের জনশক্তি দ্রুত সাক্ষর ও শিক্ষিত হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে অন্তত একজনকে সাক্ষর করার আহ্বান জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই আহ্বানে সাগ্রহে সাড়া দিতে হবে। দেশের সর্বত্র শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জাতিকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত হতে পারবে।